কনকাঞ্জলি।

[গীতি-কাব্য।]

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল

প্রণীত।

কলিকাতা।

২০, সুকিয়া ষ্ট্রীট, বিজ্ঞানযন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১২৯২ সাল।

প্রদীপ।

(গীতি-কবিতাবলী।)

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত।

মূল্য আট আনা।

কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সূচী-পত্র।

—০(*)০—

বিষয়			পৃষ্ঠা
উপহার	....	....	১
সরল-হৃদয় কবি	....	....	২
করুণা	....	....	৩
বিভা —			
প্রথম সর্গ	....	....	১১
দ্বিতীয় সর্গ	....	....	২০
চপলা	....	....	২৬
স্বপ্ন-রাণী	....	....	২৭
কে ভাঙিল	....	....	২৯
রীপণ-গীতি	....	....	৩১
চন্দ্রাবলী	....	....	৩৯
রাধা —			
অভিসারিকা	....	....	৪২
বিপ্রলব্ধা	....	....	৪৫
কৃষ্ণ	....	....	৫৭

বিষয়			পৃষ্ঠা
কত—দিন পরে	....	....	৫০
অশ্রু-জল	....	....	৫১
শেষবার	....	....	৫৩
ভালবাসা	....	....	৬২
চাঁদিনী-রাতে	....	....	৬৩
হিরণ্ময়ী	....	....	৬৫
মাতৃ-হারা কন্যার মৃত্যু-কালে		....	৬৮
প্রেম-উপহার	....	....	৬৯
কাঁদিতে পার গো যদি	....	....	৭২
সমাজ-পীড়নে	....	....	৭৩
কুহকিনী	....	....	৭৪
মাধুরী	....	....	৭৮
অদৃষ্ট বালিকা —			
হৃদয় উদাস কেন	....	....	৮১
বর্ষা-রজনী	....	....	৮৩
আজি নিশি-জ্যোৎস্নাময়ী		....	৮৫
বৈতরণী-তীরে	....	....	৮৮
পরিশিষ্ট	....	....	৮৯

কনকাঞ্জলি

PUBLIC LIBRARY
UTTARPARA JAYKRISHNA
উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ
সাধারণ পুস্তকালয়
সন ১২৯৩
EST. 1886

উপহার।

ধর সখি, কনক-অঞ্জলি !
নহে ইহা ফুল-মালা,
আসি নাই দিতে জ্বালা।
এসেছি বিদায় নিতে, কেঁদে যাব চলি !
তুলিব না পূর্ব্ব-কথা,
সে কেবল মর্ম্ম-ব্যথা !
সে সময় নাহি আর, কি হইবে বলি !
অদৃষ্ট-ঝটিকা-ঘায়,
শুষ্ক পত্র উড়ে যায়।
কর্দ্দমে, তরুর মূলে, তুমি কুন্দ-কলি !—
ধর ধর বিদায়-অঞ্জলি !
দুখী আমি, কবি আমি, কেঁদে যাই চলি।

সরল-হৃদয় কবি।

১

সরল হৃদয় কবি,
যেখানে মাধুরী-ছবি
সেখানে আকুল!
জ্যোস্না-তলে, নদী-কূলে,
উষালোকে, তরু-মূলে,
কত বকে ভুল!

২

প্রজাপতি, মৃগ-আঁখি,
ফুলে অলি, ডালে পাখী,
গাছে গাছে ফুল,
দুলে লতা, কাঁপে পাতা,
চকাচকি ঠোঁটে গাঁথা,
দেখিলে ব্যাকুল!

৩

রমণি! তোমারে চেয়ে
ভেবো না, কি গেছে গেয়ে,
কি বকেছে ভুল—

সরল-হৃদয় কবি,
যেখানে মাধুরী-ছবি,
সেখানে আকুল !

করুণা।

১

আয়রে বাছা,　　　আয়রে বাছা,
আয় আয় বুকে আয় !
যেমন ক'রে　　　চাঁদের হাসি
পড়ে ভাঙা প্রাচীর-গায়।
আয় করুণা,　　　আয় করুণা,
আয় আয় বুকে আয় !
সাঁঝে যেমন　　　দখিণ-বায়ু
ভাঙা বনে ব'হে যায়।
সারা-দিন　　　আছি ব'সে
কেউ কোথায় নাহি, হায় !
জল-ভরা　　　নদী যেমন,
উছ্‌লে উছ্‌লে আয় আয় !

২

দুলে দুলে বুকে আয়,
হাসি-মুখী মা আমার!
প্রাণের সাগর উথ্‌লে উঠুক,
ভেঙে ফেলুক চারি-ধার।
পাত্‌লা ঠোঁটে ঠোঁটে টেপা
হাসিটি তোর দেখা—দেখা!
নবীন প্রাতে কমল-পাতে
যেন উষার স্বপন লেখা।
চোখের জলে হৃদয় ভেজে,
ব'ল্‌তে আছে কথা কত!
ভাঙা ঘাটে আয় আয়,
ফুলের তরী-খানির মত।

৩

কোথা থেকে সোনার লতা,
লতিয়ে লতিয়ে আসিস্ বুকে?
রাশি রাশি, ফুলের হাসি,
ফুলের গন্ধ মাখিয়ে মুখে!
কচি কচি কোঁকড়া চুল
নাচ্‌ছে পিঠে দুলি দুলি!

শেওলা-ঢাকা নদীর মতন
মুখে আধ আধ বুলি।
আধ-ভোলা কত স্বপন,
চোখে যেন আছে লেখা ;
ঢেউয়ের মতন আপনি ফোটে,
চ'মকে পলায় হ'লে দেখা।

৪

কে এসেছিস্ সন্ধ্যা-সতী,
মরু-ভুমে, রোদের পরে ?
আশার আভাস, স্মৃতির নিশাস
প্রেমের সুবাস বুকে ক'রে !
শীতের পরে, ভাঙা ঘরে
কে এসেছিস্ শোভা-রাণী ?
ভাঙা চাল ঢেকে দিতে,
দিয়ে মৃণাল-হাত-দুখানি !
কে এসেছিস্ শুকো দেশে,
নূতন ভাঙা মেঘের রাশি ?
কে তুই আমার উঠিস্ ফুটে
বাদ্‌লা-মেঘে উষার হাসি ?

৫

সেই হাসিটি, সেই দিঠিটি,
একটু যেন মধুর বেশী!
একটু বেশী আকুল ব্যাকুল,
একটু বেশি মেশামেশি!
তেমনি অধর একটুকু-তেই
মানের ভরে হয় রাঙা,
নুয়ে পড়ে চোখ-তুখানি,
মুখে কথা ভাঙা ভাঙা!
আয়রে বুকে সুখের স্বপন,
আয়রে বুকে স্মৃতির মায়া!
আয়রে বুকে ফুলের বাস,
আয়রে বুকে লতার ছায়া!

৬

কোলে এসে আছিস ব'সে,
খেলিতেছিস্ হাসির ভুলে।
কোথায় আছি ভুলে গেছি,
দেহের বাঁধন প'ড়ছে খুলে!
পরাণ-পাখী ছড়িয়ে পাখা,
কোথায়, উড়ে যেতে চায়!

কোন্ স্বরগের শ্যামল রেখা,
দূরে—যেন দেখা যায়!
কোথায় ফুটে নদীর কল;
ঝুরু ঝুরু বহে বায়;
মেঘে ঘুমায় জ্যোস্নার ঢেউ;
কে যেন কি কোথায় গায়!

৭

—বুকে ক'রে কোলে ক'রে,
একি তিয়াস—নাহি পুরে!
কোথায় রাখি কোথায় রাখি,
বাঁশী যেমন বাজ্‌ছে দূরে!
চুমি চুমি, বিরাম নাই,
আধ্ ফুটন্ত-নলিন-আঁখি।
তবু—চোখের জলে, দীরঘ শ্বাসে,
আরো যেন কি তোর ডাকি!
মুখের পানে অমন ক'রে
কেন্‌রে চেয়ে—ছল ছল?
—এই এসেছিস্, এই এসেছিস্,
ঐ প'ড়ল্ তোর চোখের জল!

৮

(মা।)

ছিল বটে মায়ের চোখে
তারার কুচি, স্নেহের আলো ;
ছিল ঠোঁটে মায়ার হাসি,
দেখ্‌লে যেন থাকেন ভালো !
মাথায় সদা বুলান হাত,
কত স্বস্তি শ্বাসে বয় ।
সদাই যেন হারান হারান,
না জানি কি কখন হয় !
আমি বিনা নাই কেহ,
বেঁচে আছেন আমায় চাই ।
কাঁদেন নাই কাছে যার
এমন দেবতা নাই ।

৯

(স্ত্রী।)

ছিল বটে এ জগতে
দুখে অশ্রু, সুখে হাসি ;
চোখে লাজ, মুখে ব্যঙ্গ,
প্রাণে ভালবাসাবাসি !

ছিল বটে এ জগতে
চেনাচিনি, সাধাসাধি ;
হাসির ঢেউয়ে দুল্‌ছে পরাণ,
বাইরে তবু কাঁদাকাঁদি !
সব কথাটা বল্‌তে গিয়ে
আধেক কথায় থেমে যাওয়া ;
হারিয়ে দিয়ে কেঁদে আকুল,
হেরে গিয়ে হেসে চাওয়া !

১০

(মে[illegible] ।)

কিন্তু—তোমার মতন কেউরে বাছা,
ঢেউয়ের মতন আসেনি !
দুটি কূল ভাসিয়ে দিয়ে
কেউরে এমন হাসেনি !
আলো-মাখা বৃষ্টির মতন
কেউরে এমন কাঁদেনি !
মালার মতন পাকে পাকে
কেউরে এমন বাঁধেনি !
জ্যোস্নার মতন ভাঙা ঢেকে
কেউরে বুকে তোলেনি !

ঊষার মতন চাউনি চেয়ে
স্বপন জগত খোলেনি !

১১

(মেয়ে কি ?)

মায়ের তুই, স্ত্রীর তুই
বুকের কি উছ্লান ধন ?
ফুলের কি তুই মধু-টুকু
রেতের কি তুই সুখ-স্বপন ?
চাঁদের কি তুই জ্যোস্না-টুকু,
নদীর কি তুই ভাঙা ঢেউ ?
মেঘের কি তুই শোভা টুকু,
আমার—গানের কি তুই বুঝি কেউ ?
কল্পনার কি আরাম-কুটু
প্রেমের আধ হাসি কি তুই ?,
মাধুরীর কি আকর্ষণী,
কবিতার কি স্বরগ-ভুঁই ?

বিভা।

প্রথম সর্গ।

১

বিভা।

১

ব'সে আছে বিভা বকুল তলায়,
পা দুটি ঝরণা-জলে।
ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে মরাল মরালী
ভেসে যায় দলে দলে।

২

গালে হাত-খানি, সরস অধরে
অলস হাসিটি শুয়ে!
নব কুসুমিত মাধবী-শাখাটি
প'ড়েছে বুকেতে নুয়ে।

৩

আঁখি-তারা দুটি, মুগ্ধ অলি মত,
আনমনে চেয়ে ভুলি!
প্রভাত-সমীরে বুকেতে, পিঠেতে
দুলিছে চিকুর-গুলি।

৪

পাশে আঁখি মুদি হরিণ-শিশুটি
লেহিছে দখিণ-কর।
আঁচলে, চুলেতে, কোলেতে বকুল
ঝরে ঝর ঝর ঝর্।

৫

মুখেতে প'ড়েছে উষার হাসিটি,
বকুলের ফাঁক বেয়ে।
ডালেতে পাপিয়া আকুল ডাকিয়া,
মুখের পানেতে চেয়ে!

৬

আমরি বিভার রূপ-খানি যেন
বরষার উষা-আলো!
মেঘে মেঘে ফুটে পড়িছে লুটিয়া,
জগতে ফুটেনি ভালো।

৭

শুভ্র শতদল হৃদয়-কমল
এখনি বুঝিবা ফুটে!
শরীরে সরম ভেঙে যায় বুঝি,
ধারেতে রাঙিমা লুটে।

৮

বুকে প্রেম-টুকু, সৌরভের মত,
বেড়ায় ঘুরিয়া ভেসে !
ছুঁইতে যাইলে কিছুই থাকেনা,
না ছুঁলে বেড়ায় হেসে।

২

কবি।

১

নেমে আসে কবি, গিরি-শির হতে,
ধীরে ধীরে, পায় পায়।
শুভ্র মেঘ-খানি, গিরি-কোলে যেন,
থমকি থমকি যায়।

২

স্নিগ্ধ আঁখি দুটি কি রসে ডুবিছে ;
অধরে কাঁপিছে হাসি !
পিঠে নাচে চুল ; মাথে বন-ফুল ;
হাতেতে মৃণাল-বাঁশী।

৩

দুলিয়া দুলিয়া, ভ্রমর ভ্রমরী
পিছনে পিছনে ছুটে ;

পাখীরা উড়িয়া এ ডালে ও ডালে
কলরব করি উঠে।

৪

হরিণ-শিশুটি উঠিল চমকি,
চাহিল চৌদিকে ত্রাসে।
আচম্‌কা কি সুর ব'হে গেল যেন,
কে যেন কাছেতে আসে !

৫

—একি কেন বিভা, স্বপন তোমার
সহসা ভাঙিয়া গেল ?
উড়িতে-ছিল গো মেঘেতে কল্পনা,
বুকে কি ফিরিয়া এল ?

৬

মদির আলসে বাঁধিতে-ছিলে গো,
কোথায় সাধের ঘর !
কোথা হ'তে তাহা ভেঙে দিল এসে,
কোথাকার কোন্ পর।

৭

হায় মা প্রকৃতি ! ছেড়ে তোর কোল,
সুখের স্বপ্নের দেশ,

সংসারের দ্বারে কেন আসি ছুটে,
যেখানে মেলে না বেশ ?

৮

যেখানে বুঝে না প্রাণের যাতনা,
কাঁদিলে পাগল বলে ;
সেখানে এসেছি হৃদয় বাঁধিতে,
কাঁদিয়া দুরাশা-ছলে !

৯

দুর্ব্বল হৃদয় ! না মুছালে কেহ,
মুছে না কি অশ্রুজল ?
না রাখিলে কেহ বুকেতে মাথাটি,
বুকে কি বাঁধে না বল ?

১০

কাটে না কি দিন কল্পনার ঘোরে,
আশায়, হৃদয়ে কাঁপি ?
তরুর তলায়, নদীর কুলেতে,
বুকেতে কুসুম চাপি।

১১

কাটে না কি দিন, বাজাইয়া বাঁশী,
আপন মনেতে গেয়ে ?

আকাশের পানে, সাগরের পানে,
নিচল নয়নে চেয়ে!

৩

পরিচয়।

১

বিভোর

ঠোঁটের হাসিটি পড়িল ঘুমিয়া;
মুখানি হইল নত।
হৃদয়-ভিতরে দুয়েকটি ঢেউ
ব'হে গেল দূরে—কত!

২

দুটি বিন্দু অশ্রু (চায়না ঝরিতে!)
পড়িছে কপোল বেয়ে;
একটি নিশ্বাস পড়িল অজানা;
—দেখিল কবিরে চেয়ে!

৩

কবি, কর দুটি ধরিয়া আদরে,
চেয়ে আছে মুখ-পানে।
চাহিয়া—চাহিয়া, এমনি করিয়া,
ম'রে যাবে এইখানে!

৪

কাঁপিতেছে বালা থর থর করি,
বুঝিবা ঘুরিয়া পড়ে !
লুটিছে অঞ্চল, লুটিছে কুন্তল ;
সিক্ত বাস ঘর্ম্ম-ভরে !

৫

আকাশে, বনেতে সাড়া-শব্দ নাই,
মুখে নাই কারো কথা !
চারিটি নয়ন করে ছল ছল ;
বুকে সুখ-ভরা ব্যথা !

৬

পাশেতে জগত স্বপনের মত
এ কেমন ভাঙা ভাঙা ?
সমুখে কেবল দুইটি চাহনি,
চারিটি কপোল-রাঙা !

৭

চাহনিতে সুধু ঘুম-ঘুম সুখ ;
কত কথা ঠোঁটে মাখা ;
জিহ্বায় আসে না, বলা ই যায় না,
বুকে যা র'য়েছে ঢাকা !

৪

ভ্রমণ।

১

গলে গলে বাঁধা; ধীর-গতি অতি,
চলে গিরি-পথে দুটি।
এর চুল, ওর পড়েছে পিঠেতে;
আঁচল চ'লেছে লুটি!

২

ধীরে আসে বায়ু, চমকি পলায়,
দোলায়ে চাঁচর চুল।
রবির কিরণ কপোলে পড়িয়া
আঁকিছে রাঙিমা, প্রেমের ভুল!

৩

দুলে দুলে লতা গায়ে এসে পড়ে;
পায়ে পড়ে ফুল্ল-কলি,
হরিণ-শিশুরা নেচে কাছে আসে;
মুখ চুমে আসি অলি।

৪

মৃগ-মৃগী-গুলি তরু-তল হ'তে
নয়নের পানে চায়!

মাথার উপরে, গাহিয়া গাহিয়া
পাখীরা উড়িয়া যায়।

৫

ময়ুর ময়ুরী ডাল হতে নামি,
খেলিছে চিকুর ল'য়ে ;
শাখা পসারিয়া, টানিছে অঁাচল,
তরুরা ব্যাকুল হ'য়ে !

৬

দূরে দেখা যায়,—কবির কুঁড়েটি,
সমুখে প'ড়েছে হেলে ;
হরিণ হরিণী চমকি চমকি,
সমুখে বেড়ায় খেলে।

৭

নব-কুসুমিত মাধবী-লতায়
ঢাকা চাল, ভাঙা-গুলি ;
হেথায় হোথায় ফুল থোলো-থোলো
পড়িয়াছে ঝুলি ঝুলি।

৮

রৌপ্য-রেখা মত, ছোট ঝরণাটি
চুমিয়া চুমিয়া তরুর ছায়,

কুলু কুলু করি, কূলে মৃদু তুলি,
ঘুমন্তে বহিয়া যায়।

দ্বিতীয় সর্গ।

১

পথিক।

১

এসেছে পথিক কোন্ দেশ হ'তে,
এসেছে না পথ ভুলে ?
সাত খানি তরী নানা-রত্নে ভরা
লেগেছে নদীর কূলে।

২

ছোট গ্রাম-খানি ক'রে তোলপাড়,
ভ্রমিছে তাদের লোক।
তাদের বসন ভূষণের ছটা,
ধাঁধিছে গ্রামের চোখ।

৩

গ্রাম্য বধূ-গুলি আনতে গিয়ে জল,
দু-দণ্ড দাঁড়ায়ে থাকে,

গ্রামের ছেলেরা নদীর কিনারে
ঘুরে কত পাকে পাকে।

৪

প্রতি তরণীতে উড়িছে নিশান,
দুলিছে ফুলের মালা;
দিন রাত উঠে হাসি বাদ্য গান,
কতই আলোক জ্বালা!

৫

পথিকের সনে বিভার বিবাহ,
হইয়া গিয়াছে স্থির;
আমাদের বিভা হবে রাজরাণী,
ঘুচিবে বাকল-চীর।

৬

সরলা বালিকা, কমল-কলিকা,
কিছুই বুঝেনা, হায়!
মলিন বয়ানে, করুণ নয়ানে
শুধু—আকাশের পানে চায়!

৭

পথিক পাঠায় হীরক ভূষণ,
হরষে, প্রেমের ভরে।

হিরক-ভুষণ, অভাগী বালিকা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পরে।

৮

পথিক পাঠায় রতন-দুকুল,
ভাবিয়া, মানাবে ভালো ;
রতন-দুকুল, কোলেতে পড়িয়া,
ভয়েতে মুখানি কালো।

৯

পড়িয়া গিয়াছে গ্রামে কোলাহল,
আমোদে আকুল সবে।
সবাই সেজেছে, যাহার যেমন,
বাঁশরী-বাজনা রবে !

১০

সবাই সেজেছে, বিভাও সেজেছে !
এ কেমন হায় সাজ, গো !
ফুলের বুকেতে মরণের কীট,
অশনি মেঘের মাঝ, গো !
হোক্ বজ্রাঘাত, হোক্ উল্কাপাত,
জগতের এ কি কাজ, গো !

২

বিদায়।

১

তরণী বহিয়া যায়।
দাঁড়ি মাঝি সারি গায়।
উড়িছে নিশান, বাজিছে বাজনা,
বহিছে মৃদুল বায়।

২

গ্রামের লোকেরা, নদীর কিনারে
দাঁড়াইয়া গায় গায়।
সবারি নয়ন জলে ছল ছল,
বিভা আমাদের যায়।

৩

ব'সে আছে বিভা পতির বামেতে,
নিষ্কম্প, আড়ষ্ট কায়!
দেহের বাঁধন গিয়াছে কাটিয়া
কি যেন অদৃষ্ট-ঘায়!

৪

দিঠি লক্ষ্য-হীন, সম্মুখে সকলি
যায় যেন ভেসে, ঘুরে।

চাহিতে, বুঝিতে, সে শকতি নাই,
সে যেন কোথায় দূরে!

৫

পড়েনা পলক, ঢল ঢল আঁখি,
সলিলে র'য়েছে ভরি।
তুষারের মত গিয়াছে জমিয়া,
যাতনা, পড়ে না ঝরি!

৬

বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিছে কপালে;
ঢলিয়া প'ড়েছে মাথা;
নাহি বহে শ্বাস; মলিন কপোল;
শুকান অধর-পাতা।

৭

অলক্ষিতে, ধীরে, পাণ্ডুর কালিমা
ক্রমশ ফুটিছে মুখে;
অলক্ষিতে, ধীরে, প্রশান্তি কুয়াসা
ক্রমশ ছাইছে বুকে।
—অকাল মরণ, দূর হ'তে যেন,
ডাকিতেছে স্নেহ-স্বরে,
'আয় রে বিশ্রাম-ঘরে।'

৬

কবি।

১

পশ্চিমে ডুবিছে রবি ;
গিরিপরে বসি কবি।
শেষ রশ্মি-রেখা যায় যেন দেখা,
না না না, ডুবেছে সবি !

২

সমুখে আঁধার, পিছনে আঁধার,
ঈশানে চাঁদের রেখা !
ভূমে প'ড়ে বাঁশী, তরু-কোলে মাথা,
তরণী না যায় দেখা !

৩

উছসি উছসি উঠিছে হৃদয়,
বাঁশরী বাজাতে চায় ।
নয়নের জলে, দীরঘ নিশ্বাসে,
বাজান নাহিক যায় !

চপলা।

১

পূর্ব্বাকাশে ঘনোদয়
প্রকৃতি রহস্যময়!
সাধ যায়, গিরি-শিরে দেখি উঠে নব-রবি!
নবোঢ়া বালিকা-মুগ্ধা
পরশে মলিনা, ক্রুদ্ধা।
সাধ যায়, দেখি ভুবে সে প্রেম-রহস্য-ছবি।

২

বসন্ত মধুর হাসে,
শীত-গ্রীষ্ম-মধ্যে আসে।
চাঁদে মেঘে খেলে ব'লে সুন্দর শারদ নিশি।
ঊষা-সন্ধ্যা আবছা মত,
প্রাণে আনে ভাব কত।
স্বপ্ন-ভাঙা পাপিয়ার কণ্ঠ ফুটে দিশি দিশি।
ইন্দ্র-ধনু উঠে ফুটে
আলোতে জলেতে জুটে।
মদির কবিতামৃত প্রণয়ে স্বপনে মিশি।

৩

সমুদ্র দৃষ্টিতে বাঁধা ;
স্বর্গ ঢাকা মেঘে-গাঁধা ;
পূজা ধ্যান অর্দ্ধ-স্ফুট ; কবিতা রহস্যময়ী;
স্বপন দূরের কথা ;
প্রণয় অস্ফুট ব্যথা ;
কিছু ঢাকি আপনারে তুমিও রহস্যময়ী
চপলা রমণী অয়ি !

স্বপ্ন-রাণী।

১

ঘুমন্ত চাঁদের বুক হোতে,
ভেসে ভেসে জোছনার স্রোতে,
মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত হিয়া,
আসি সখা, তোমায় দেখিতে !

২

ধীরে পড়ে বায়ুর নিশ্বাস ;
মৃদু কাঁপে ফুলের সুবাস ;

ছোট ছোট তারা-গুলি, ঘুমে পড়ে ঢুলি ঢুলি,
ঠোঁটে কাঁপে সরমের হাস ;
নদী-পারে ডাকে পাখী, আধ-ঘুমে থাকি থাকি,
কুলু কুলু নদী ব'হে যায় ;
তরু-কোলে, নদী-কূলে, কুসুমিত লতা দুলে ;
জগত ঘুমায় !
আসি সখা দেখিতে তোমায় !

৩

যখন গো হৃদয় ঘুমায় ;
বাসনা ঘটনা যত, সমীরে সুরভি মত,
নীরবে স্মৃতিতে মিশে যায় ;
ভাসা ভাসা কথা কত, নদীতে ঢেউয়ের মত,
হেথা হোথা ভাসিয়া বেড়ায় ;
কে আপন, কেবা পর, কাহারে করিবে ভর
হৃদয় বুঝিতে নাহি চায় ;—
স্বপনের মত হ'য়ে হাতে প্রেমমালা ল'য়ে
আসি সখা দেখিতে তোমায় !

৪

আসি সখা দেখিতে তোমায় !
একটি চুমিতে সাধ যায় !

যাই যাই পারিনা গো, ভয় হয় পাছে জাগো,
কেঁপে কেঁপে ওঠে ঠোঁট সরমে তরাসে ;
এলাইয়া পড়ে দেহ, যেন ঘুম আসে !
একবার হয় ভয়, আর-বার মনে হয়
জেগে উঠে কর আলিঙ্গন।
তোমার বুকেতে শুয়ে, একটি না কথা ক'য়ে
ম'রে যাই জন্মের মতন !

কে ভাঙিল ?

কে ভাঙিল হৃদয়-কানন ?
সাধের অফুট ফুল-বন !
বুঝি কোন্ সুর বালা
খেলিতে কুসুম-খেলা,
এসেছিল নিশীথে কখন !
হেথা হোথা যায় দেখা
চঞ্চল-চরণ-রেখা ;
হেথা হোথা কুন্তল-ভূষণ !

হোথায় কেতকী-গাছে
অঞ্চল লাগিয়া আছে।
বালিকারে এখেলা কেমন?
পেয়ে নিশি পৌর্ণ-মাসী
ছিঁড়েছে মুকুল-রাশি,
ভেঙেছে অস্ফুট ফুল-বন?
সেথা কি ছিল নানা ফুল,
এমন সাধের গুল,
লতা-গৃহ, নিকুঞ্জ-ভবন,
কুমুদ-কহ্লারে ভরা
হেন ধরা মনোহরা,
বকুল-কামিনী-যূথি-বন?
কে জানে নারীর খেলা,
কে জানে তার গাঁথা মালা!
কে জানে কেমন নারী-মন!
একটি না কথা ব'লে,
কত সাধ যায় চ'লে,
কত শ্রম, বাসনা, যতন!
কে ভাঙিল হৃদয়-কানন?

রীপণ-গীতি।

উচ্ছ্বাস।

১

বাজে আনন্দ-ভেরি রে।
একি আজি হেরি রে।

২

চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল,
জয় জয় রীপণের জয়।
ধর্ম্ম-ব্রতে যুধিষ্ঠির, সত্য-নিষ্ঠ, বিজ্ঞ, ধীর,
প্রাণের দেবতা প্রেমময়।

(কারণ্।)

চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল,
জয় জয় রীপণের জয়।

৩

সারা-দিবসের পরে চ'লেছে বিশ্রাম-ঘরে
জ্যোতির্ম্ময় কনক তপন।
সন্ধ্যায় ঘুমাতে নাই, উঠ ভাই, উঠ ভাই,
সন্ধ্যা-পূজা কর সমাপন।

উঠ ভাই, উঠ ভাই, সন্ধ্যায় ঘুমাতে নাই,
ভারতের এ রীতি ত নয়।

(কোরস্।)

চারিদিকে কল কল; চারিদিকে কোলহল,
জয় জয় রীপণের জয়!

৪

চলে ধীরে সারি সারি, ল'য়ে সাজি, ল'য়ে ঝারি,
ছোট ছোট রাঙা মেয়ে গুলি রে।
ঠোঁটেতে মধুর হাস, চোখেতে সুখের ভাস;
পিঠে চুল নাচে দুলি দুলি রে!
চলে রাঙা রাঙা মেয়ে গুলি রে!

৫

থির হয়ে দাঁড়াইয়া, দুধারে কাতার দিয়া
ছোট ছোট ছেলে গুলি মরি রে!
হাতেতে নিশান-রাঙা, মুখে কথা ভাঙা ভাঙা,
হাসিতে অধর গেছে ভরি রে।
দাঁড়াইয়া ছেলে গুলি মরি রে!

৬

চারিদিকে ফুলে ফুল, বায়ু পরিমলাকুল,
ছেয়ে গেছে পাতায় পাতায়,

রঙ্গিম নিশান কত, উড়িতেছে পত্ পত্,
কত কথা লেখা আছে গায়।

৭

চারিদিকে বাজে বাঁশী, চারিদিকে উঠে হাসি,
হাসিতে বাঁশীতে গেছে মিশে রে!
চারিদিকে উঠে গান আকুলিয়া মন প্রাণ,
করতালি ফুটে দিশে দিশে রে!

৮

হেথা হোথা পথ-মাঝে পল্লব-তোরণ রাজে,
উপরে সানাই বাজে ধীরে।
ছাদে ছাদে কুল-বালা লইয়া বরণ ডালা,
বাজে শঙ্খ মৃদুল গম্ভীরে।

৯

ছুটিতেছে অবিরত, সংখ্যা নাই, লোক কত!
হাসিতে সুখেতে জর জর।
চাঁদের কিরণ পিয়ে উঠিয়াছে উথালিয়ে
যেন কোন অনন্ত সাগর।

১০

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরিতেছে পুষ্প-স্তর,
বরষার ধারা যেন ঢাকে রে।

খালি খালি খালি খালি উঠিতেছে করতালি,
জল-ভরা মেঘে যেন ডাকে রে !

১১

কে যায় ঐ হাসি মুখে, ভক্তি-মালা দুলে বুকে,
কি মন্ত্র দৃষ্টিতে আছে মাখা রে !
যশের মুকুট মাথে, ন্যায়-রাজদণ্ড হাতে,
প্রেমের অশ্রুতে আঁখি ঢাকা রে !
হাসিতে যে বাঁশি যেন ডাকে রে !

১১

(পূর্ণ কোরাস।)

ঝর ঝর ঝর ঝর ঝরিতেছে পুষ্প-স্তর,
বরষার ধারা যেন ডাকে রে !
খালি খালি খালি খালি উঠিতেছে করতালি
জল ভরা মেঘ যেন ডাকে রে !
চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল,
জয় জয় রীপণের জয় !
ধর্ম্ম-ব্রতে যুধিষ্ঠির, সত্য-নিষ্ঠ, বিজ্ঞ, ধীর;
প্রাণের দেবতা প্রেমময় !
চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল,
জয় জয় রীপণের জয় !

অবনমন।

১৩

দুঃখিনী, পাষাণী মত, পড়ে আছে যুগ কত,
বুকে দুটি দিয়ে হাত চেয়ে আকাশের পানে।
নয়নে সাগর-জল, করিতেছে টলমল,
ঝরিবার নাহি বল, সে বলটি নাহি প্রাণে!

১৪

হৃদয়ে ঝটিকা বহে; বাড়বাগ্নি প্রাণ দহে;
নাসায় বহে না শ্বাস, মুখে নাই কোন কথা;
লটপট কেশ-রাশ; আলু থালু ছিন্ন বাস;
বুকে দুটি দিয়ে হাত প'ড়ে আছে শমী-লতা!

১৫

শিয়রে শৃগাল দল করিতেছে কোলাহল;
শকুনী গৃধিনীকুল ঘেরে ঘেরে ব'সে আছে;
হেথা হেথা তরুতলে আলেয়ার আলো জ্বলে
ওই জ্বলে, এই নিবে, ওই দূরে এই কাছে!

১৬

আকাশে নিবিড় মেঘ; বায়ুর বাড়িছে বেগ;
চৌদিকে গর্জ্জিয়া বজ্র করিতেছে ছুটাছুটি,

হোহো হোহো কল কল ছুটিছে সাগর-জল ;
বিদ্যুৎ উন্মাদ মত হেসে মেঘে লুটাপুটি।

১৭

চারিদিকে ছারখার, কেউ কোথা নাই আর,
প'ড়ে আছে মা আমার হ'য়ে হায় মৃত-প্রায়
হেথা হোথা দগ্ধ হাড়, সেথা নাভি ভস্ম-ভার ;
কোথা বা চিতার অগ্নি ধূক ধূক করি ধায়।

১৮

কেউ কোথা নাই আর, প'ড়ে আছে মা আমার,
বুকে মৃত শিশু-গুলি দুর্গন্ধ শুকান কায়!
হিহি হিহি খল খল হাসিছে পিশাচদল,
হেসে নেচে ভঙ্গি ক'রে এটা ওটা টেনে খায়!

উন্নয়ন।

১৯

কি ছলে, কি মন্ত্র-বলে আসি এ শ্মশান-স্থলে,
কি কুহক দেখাইলে, বুঝা নাহি যায়।
নিরমল নীলাকাশ, ফুটেছে চাঁদের হাস,
ঘুমায়ে প'ড়েছে সিন্ধু,ধীরে বহে বায়।
ফুলে ঢাকা চারিদিক, গাছে গাছে ডাকে পিক,
চরে মৃগী, নাচে শিখী হেথায় হোথায়!

(কোরস্।)

কি ছলে, কি মন্ত্র-বলে আসি এ শ্মশান-স্থলে,
কি কুহক দেখাইলে, বুঝা নাহি যায়!

২০

স'রে গেছে অন্ধকার, গলিছে তুষার-ভার,
উঠে গো বাঁচিয়া বুঝি দুখিনী আবার।
বহে শ্বাস ধীরে ধীরে, ভিজে গণ্ড অশ্রু-নীরে
ফুটে ফুঠে উঠে কথা, ঠোঁটে হাসি-ধার।

২১

বুকে পুন শিশু-গুলি করিতেছে কোলাকুলি,
চারিদিক পানে হেসে ফিরে ফিরে চায়।
আহ্লাদে আকুল প্রাণ, লোফালুফি করে গান,
আহ্লাদে আকুল দেহ, নেচে নেচে যায়।

(কোরস্।)

কি ছলে, কি মন্ত্র-বলে আসি এ শ্মশান স্থলে,
কি কুহক দেখাইলে, বুঝা নাহি যায়!

উচ্ছ্বাস।

২২

বাজে আনন্দ-ভেরি গো!
একি আজি হেরি গো!

চোখে বড় জল করে ছল ছল,
রাখিতে পারিনা আর গো!
হাসি বড় ঠোঁটে ফুটে ফুটে ওটে,
চাপিতে পারিনা আর গো!
হাসিতে অশ্রুতে হৃদয় আমার
আসিছে হইয়া বার গো!
কি আছে আমার, কি আছে দেবার,
দিব যাহা উপহার গো!

লবে কি সুহৃৎ, লবে কি দেবতা,
হাসির অশ্রুর হার গো!
লও তবে লও, পর গো গলায়,
দেখি দেখি একবার গো!

২৩

(পূর্ণ কোরস্।)

চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল,
জয় জয় রীপণের জয়!
ধর্ম্ম-ব্রতে যুধিষ্ঠির, সত্য-নিষ্ঠ, বিজ্ঞ, ধীর,
প্রাণের দেবতা প্রেমময়!
চারিদিকে কল কল, চারিদিকে কোলাহল,
জয় জয় রীপণের জয়!

চন্দ্রাবলী।

১

কদম-কাননে কে মরি, সজনি,
বাঁশরী বাজায় রাতে।
সুরেতে সুরেতে ছবি এক-খানি
এঁকে দেয় হৃদি-পাতে।
বাঁশরী বাজায়ে রাতে।

২

কি সুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে
চঞ্চল যমুনা-জল।
ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে ভাঙা ভাঙা চাঁদ,
মুখে আধ'কল কল,
কূলে কূলে ঢল ঢল।

৩

কূলেতে দাঁড়ায়ে কদম-তরুটি,
একটু প'ড়েছে হেলে;
ছায়াটি, জলেতে ধরিতে চাঁদেরে,
আকুলি ব্যাকুলি খেলে।

(৪)

পুট পুট ক'রে একটি আধটি
খসিছে পল্লব ফুল ;
থেকে থেকে থেকে শিহরে সমীর
হইয়া সৌরভাকুল।

৫

কিসুরে, সজনি, এঁকে দেয় প্রাণে
শারদ পুর্ণিমা-চাঁদ !
মুখেতে হাসিটি পড়িছে লুটিয়া,
চোখে আধ' ঘুম-ছাঁদ।

৬

পাত্‌লা মেঘ-গুলি হেলি ছুলি ছুলি,
ভাসিয়া ভাসিয়া যায় ;
ব'সে ব'সে ব'সে ছোট তারা-গুলি
আধ' ঘুম-ঘোরে চায়।

৭

কে বাজায় বাঁশী কদম-তলায়,
নিশীথে, যমুনা-তীরে ?
বুকে কত আশা, কত ভালবাসা
ফুটায়ে, ডুবায়ে ধীরে !

৮

মুখানি তাহার কেমন কেমন।
কি জানি কি মাখা তায়!
সুধার সাগর উথলিয়া উঠে,
যেদিক পানেতে চায়।

৯

ঘেরি চারিদিকে অবাক-নয়নে
দাঁড়ায়ে গোপিনী-কুল;
কারো হাতে মালা, কারো বা চন্দন,
কারো বা হাতেতে ফুল।

পায়ের কাছেতে প'ড়েছে শুইয়া
বিবশা হরিণী-কুল;
দূরেতে কোকিল ডাকিছে ভুলিয়া;
খসিছে কদম-ফুল।

১১

অধরের কাছে গুঞ্জরে ভ্রমর;
সমীর বহিছে ধীরে;
নাচিছে শিখিনী ছড়ায়ে পেখম;
যমুনা উথলি উঠিছে তীরে।

১২

তরু-লতা-পাতা নাচিছে মৃদুল ;
জোছনা প'ড়েছে শুয়ে।
প্রেমের তড়িৎ কাঁপে চারিদিকে,
অলখিতে হৃদি ছুঁয়ে।
যেচে যেচে প্রাণ ছুঁয়ে!

রাধা।

(অভিসারিকা।)

১

চ'লেছে কিশোরী ধীরে, পায় পায়,
চাহিতে পারে না লাজে।
নব-স্ফুট বুকে নব-স্ফুট প্রেম
মৃদুল মধুর বাজে!

২

এক-খানি হাত সখীর কাঁধেতে,
আঁচল ঠেকিছে ভুঁয়ে।
সখীর আঁচলে যেন লুকাইবে!
লাজেতে পড়িছে নুঁয়ে।

৩

সুখ-মাখা দুখে, লাজ-মাখা ভয়ে,
আশে পাশে ধীরে চায়।
দূরেতে পাপিয়া উঠিছে ডাকিয়া ;
বহিছে মধুর বায়।

৪

কটি-তটে দুলে ফুলের মেখলা,
হৃদয়ে দুলিছে মালা ;
সুনীল বসনে ঢাকা দেহ-খানি ;
রূপে বন-পথ আলা।

৫

ফুলের সীঁথিটি পড়িছে সরিয়া ;
দুলিছে অলকা-দুটি,
মৃদুল নিশ্বাসে কাঁপিছে বেসর,
ঠোঁটে হাসি-খানি ফুটি।

পড়িছে সরিয়া মালা-বাঁধা বেণী,
পড়িছে খসিয়া ফুল ;
ফুটিছে কপোলে অফুট গোলাপ ;
আঁখি-তারা ঢুলু ঢুল।

৭

কাম-ধনু মত সুভুরু দুখানি;
কপাল অরধ চাঁদ;
চিবুকে শোভিছে মৃগমদ-বিন্দু;
নয়নে কাজল-ফাঁদ।

৮

চরণ-কমলে সোণার নূপুর
বাজে মৃদু রুণি রুণি।
চমকি চমকি ধরিছে সখীরে,
নিজ পদ-রব শুনি।

৯

শরত-চাঁদিনী, উড়িছে চকোর;
জোছনা-প্লাবিত বন;
আধ'ঘুম-ঘোরে গাছে ডাকে পাখী;
বহে ঢুলি সমীরণ।

১০

তরু-লতা-পাতা মুখে মৃদু কথা,
মেতেছে বকুল-বাস;
বন-পথ ঢাকা বকুল ফুলেতে,
ছড়ান জোছনা-হাস।

১১

বহিছে যমুনা, বুকেতে জোছনা,
উছলি উছলি কূলে।
দাঁড়ায়ে সমুখে নিবিড় কদম্ব,
আলে জ্যোস্না ছায়া তুলে।

১২

—এখনো আসেনি, কই গো বাজেনা
সোহাগে মধুর বাঁশী?
মিছা এজনম, মিছা এ পিরীতি,
মিছা এই আসা-আসি!

১৩

মরিয়া গিয়াছে অধরে হাসিটি,
নয়নে সলিল-ভার!
প'ড়েছে বসিয়া বকুল-তলায়,
বুকে বল নাহি আর!

(বিপ্রলব্ধা।)

১৪

সুষুপ্ত জগত, স্তব্ধ চারিদিক,
কেহ কোথা নাই কাছে।

গালে হাত-খানি, বন-পথ পানে
বালিকা চাহিয়া আছে।

২

উদাস নয়ান, দিঠি লক্ষ্য-হীন,
পড়েনা পলক,—চেয়ে!
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে পড়ে
পাণ্ডুর কপোল বেয়ে।

৩

শুকান দুখানি অধর-পল্লব
থেকে থেকে কেঁপে উঠে।
হৃদয় ছাপিয়া, উথলি উথলি
দীরঘ নিশ্বাস ছুটে।

৪

শিথিল শরীর, উদ্ভ্রান্ত হৃদয়,
কোথায় বিঁধিছে কি যে!
আলুথালু কেশ, আলুথালু বেশ,
শিশিরে আঁচল ভিজে।

৫

পশ্চিমে প'ড়েছে ঢলিয়া চন্দ্রমা;
বহেনা বহেনা বায়;

চরণ চুম্বিয়া, কুল কুল কাঁদি
যমুনা বহিয়া যায়!

কৃষ্ণ।

১

নিস্তবধ চারিদিক;
তারা-গুলি অনিমিখ
সুধু চেয়ে আছে।
রুণি ঝুনি, রুণি ঝুনি,
নুপুরের ধ্বনি শুনি;
সে আসিছে কাছে!

হাতে খ'সে পড়ে বাঁশী,
ঠোঁটে ফুটে উঠে হাসি,
উতলা হৃদয়।
জানে—কাঁদি তা'র তরে,
তবু সে বিলম্ব করে।
রমণি নিদয়!

৩

প্রত্যহ কাঁদিয়া বলি,
সে-ও যায় কেঁদে চলি ;
তবুও কাঁদায় !
কাঁদিতে কি ভালবাসে,
সুধু কি কাঁদাতে আসে ?
সে-ই জানে, হায় !

৪

আসে, বুকে মাথা রাখে,
তারা-পানে চেয়ে থাকে,
পলক পড়ে না ;
ঠোঁটে মৃদু হাসি দোলে,
তবু অশ্রু আঁখি-কোলে !
অথচ ঝরে না !

৫

চুমি আমি আঁখি তার,
কত কহি বার-বার,
সে যেন শুনে না !
অজানা-নিশ্বাস পড়ে,
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
সে যেন জানে না !

৬

ভুলে—ভুলে, যেন ভুলে
আঁখি-তারা-দুটি তুলে !
কি বলিবে হেন।
থর থর দেহ-লতা,
পুন ঢ'লে পড়ে মাথা,
বড় শ্রান্ত যেন !

৭

শুয়ে থাকে সারা-রাত,
গলে দুটি দিয়ে হাত ;
বুকে মুখ-খানি।
তবু—তবু শ্বাস ফুটে,
চমকি চমকি উঠে ;
কোলে লই টানি,

৮

সরায়ে অলকা-ভার,
চুমি তারে বার-বার।
ফুটে হাসি-ধার।
চুম্বন থামিয়া যায়,
অমনি চমকি চায়,
আকুল আবার !

৯

কি ব্যথা বুঝাতে চায়—
কথা নাহি খুঁজে পায়!
চায় মুখ-পানে।
আপনি বুঝেনি যাহা,
বুঝাতে ব্যাকুল তাহা,
আকুল নয়ানে!

১০

বালিকা রে! যেন ভুলে
দেছ প্রেম হাতে তুলে!
কাঁদাতে কাঁদিতে।
সুধু অশ্রু, সুধু শ্বাস,
সুধু ব্যথা, সুধু ত্রাস,
নীরবে বুঝিতে!

কত-দিন পরে।

কত-দিন পরে আজ;—কতদিন পরে,
শিহরি উঠিছে তনু, কি কম্প-তড়িতে!
কল্পনার কল্প-নদী, লহরে লহরে

কি পুরান সুরে যেন চাহিছে ফুটিতে।
সেই আশা, সে পিপাসা, দিগন্ত-সীমায়
আমার পুরান ঘর বাঁধিছে আবার।
ভালবাসা, স্বপ্ন, স্মৃতি ডাকিছে কাহায়
সুদূর বাঁশীতে যেন করি হাহাকার!
বাহ্য-জ্ঞান, অভিমান, জগৎ, সংসার,
মলয়-সমীরে যেন পড়িছে ঘুমিয়া।
হৃদয়ের হেথা-হোথা স্পর্শ-সুখ কার,
কি যেন আমার বলি খুঁজিছে কাঁদিয়া!
ইচ্ছা হয় উঠি কেঁদে, ডাকি ছেড়ে গলা,
কত-কাল পরে আজ—কাহার এছলা?

অশ্রু-জল।

১

হৃদয়ে বেঁধেছি সখি বল।
মুছে ফেল নয়নের জল।
দাও, দাও, ছেড়ে দাও, যেথা ইচ্ছা—দূরে যাও;
প্রেম যদি কলঙ্ক কেবল!
এ প্রেমে কি ফল?

নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ প্রায় কে বহিবে চির হায়
বাসুকী-গরল !
এ আশা, পিপাসা যদি, কে বহিবে নিরবধি
অন্তরে অন্তরে দাবানল ?
যদি এ সাধের মায়া সুধু আলেয়ার ছায়া,
জীবন শ্মশান করি,—বিভীষিকা-স্থল,
এ প্রেমে কি ফল ?

২

হৃদয়ে বেঁধেছি সখি বল।
মুছে ফেল নয়নের জল।
ওই বিন্দু-মুকুতায় ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া যায়,
আমি কোথা বল।
এখনি সংযম-হারা গ্রহ-উপগ্রহ পারা
হৃদয়ে উঠিবে কোলাহল !
মুছে ফেল নয়নের জল।

শেষবার।

১

এইবার—শেষবার, দেখি তবে একবার,
হয় কি না হয় ?
বুকে এ বাড়ব-দাহ দিনরাত—দিনরাত
আর নাহি সয়।
এই শেষ দীর্ঘ-শ্বাস, এই শেষ অশ্রু-বিন্দু,
—ভাবিব না আর।
সেই কথা, সেই গান, সেই মুখ, সেই প্রেম
কেন বারবার !
প্রাণের এ বিষ-লতা উপাড়ি ফেলিব আজ,
বাঁধিয়াছি বল।
আশায় ভরসা নাই, জীবনের (ও) শেষ নাই,
চোখে নাই জল।
এই যে সন্দেহ, জ্বালা, পিপাসা, যন্ত্রণা, মোহ,
একি ভালবাসা ?
কেউ যে বুঝেনা কথা, কেউযে বুঝেনা ব্যথা,
এযে কর্ম্ম-নাশা !

এই যে তরুর তলে পʼড়ে আছি দিন-রাত,
কেহ মোর নাই;
কত লোক চʼলে যায়, কেহ হেসে, কেহ গেয়ে,
—আমি শূন্যে চাই।
আমিত ওদেরি মত, প্রভাতে বিহঙ্গ-মত,
ছিলাম পুরবে।
কি অদৃশ্য সূক্ষ্ম-জালে, কি নিশীথ দাব-দাহে,
কি বাঁশরী-রবে,
অথবা কি স্বপ্ন-ঘোরে পড়িলাম, ভালবাসা,
কুহকে তোমার।
সেই কথা, সেই গান সেই মুখ, সেই প্রেম
কেন বারবার?

২

দিনে দিনে, পলে পলে, একটু একটু কʼরে
মরিব কেবল?
এ পঙ্কিল ঘূর্ণি-পাকে একটি একটি কʼরে
ভাসাব সকল?
জীবনের প্রতিপল পুড়াইব পলে পলে
দীপ-শিখা জালি?

কেন তুষানল-জ্বালা? দেরে সব ভালবাসা
চিতানলে ঢালি।
সুখের পশ্চাতে দুখ ছুটিতেছে অবিরত,
দিনে যেন রাত,
ভালবাসা (য়) আত্ম-হত্যা তেমনি বিধির সত্য,
যথার্থ,—নির্ঘাত।
সাহারার ধূধূ মরু, এ বিদীর্ণ ভাঙা বুকে
কি বাঁধিব বল!
আশার দু-বিন্দু জলে, প্রেমের কথায় দুটো
হবেনা শীতল।
একটা আদর-স্পর্শ প্রাণের উন্মাদ-জ্বালা
নিবাতে কি পারে?
একটা স্নেহের দৃষ্টি কি করিতে পারে হায়
এ গুহা-আঁধারে?
শীতল শোণিত-স্রোত; হৃদি অতি গুরু-ভার,
আঁখি অন্ধ-প্রায়;
এ প্রাণে-বাঁধিবে বল কি এমন মহাশক্তি
আছে এ ধরায়?
নিবেছে প্রাণের আলো, সম্মুখে করাল রাত্রি,
জ্বাল চিতা জ্বাল।

ভাঙা ভাঙা তন্দ্রা, স্বপ্ন, রক্ত-বীজ, হ'ক্ ধ্বংস ;
ঘুচুক জঞ্জাল।

৩

এই শেষ অশ্রু-পূজা, শেষ রক্ত-উপহার,
ভালবাসা, তোরে !
জড়তার আলিঙ্গনে থাকিবনা বদ্ধ আর,
ঔদাস্যের ঘোরে।
ভাল-লাগিত না আগে উচ্চহাসি, কোলাহল,
তরল যন্ত্রণা ;
এবার বাসিব ভাল, শিখিব বাসিতে ভাল,
লভিতে সান্তনা।
তোমার দংশনে বটে যে সুখ জ্বলিয়া গেছে,
পাব না সে সুখ।
এবিষ-জ্বালায় তবু পারিলে প্রলেপ দিতে
কমিবে ত দুখ ?
—দগ্ধ নগরের মত, বিকট শ্মশান মত
চিরদিন (ই) রব।
অতীত-স্মৃতির ছাই মাখিয়া সকল অঙ্গে
পূর্ব্ব কথা (ই) কব !

সময়ে প্রেমের শান্তি, সময় প্রেমের লেপ
সকলেই কয়।
কত কাল হ'ল আজ র'য়েছি কালের কোলে,
কই হ'ল লয়!
নৈরাশ্য-বিষাক্ত-বায়ু হৃদয়ে বহিলে নাকি
সব জ্বলে যায়?
আমিত যেতেছি জ্বলে, সেই সুখ, সেই প্রেম
জ্বলেনা ত হায়!
গর্ব্ব, নিন্দা, লোকাচারে, অবিশ্বাস, অত্যাচারে,
এত অস্ত্র-ঘায়,
জল-মগ্ন দেশ মত, পরতে পরতে ক্ষত!
—কই ভুলা যায়!

৪

পারি না বহিতে আর জয়-চিহ্ন যাতনার,
এই গিরি-ভার।
হবেনা প্রভাত যদি, দেখি তবে এ আঁধারে
আছে কিনা পার।
দাও তবে বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র সুরা,
এস হে নবীন!

মুছিব পাগল নাম, ভাঙ্গিব কবির প্রাণ,
আজ একদিন!
ভালবাসা—ভালবাসা— ও সুধু কথার কথা,
কবির কল্পনা।
ভালবাসা—ভালবাসা—পাগলের হাসি-কান্না,
নারীর খেলনা!
আমিই না ভালবেসে হয়েছি অধিক মূঢ়
জগত মাঝার?
আমিই না ভালবেসে পেয়েছি পাগল নাম?
তবে কেন আর!
কও জগতের কথা; কবি, পাগলের কথা
রেখে দাও দূরে।
প্রেমের বিষাক্ত ক্ষত বল সখা, বল সখা,
কি ঔষধে পূরে?
বিস্মৃতি? বিস্মৃতি কোথা! জীবনে বিস্মৃতি নাই!
প্রেম, প্রাণ, স্মৃতি
হইয়া গিয়াছে মোর সেই কথা, সেই গান,
তাহার আকৃতি!
প্রেম, প্রাণ, স্মৃতি দিয়ে উদ্‌যাপিব প্রেম-পূজা,
এস হে নবীন!

দাও ওই বিষ-পাত্র, দাও ওই তীব্র সুরা,
আজ একদিন!

৫

ঢাল ঢাল তীব্র সুরা, তোল হাসি-কোলাহল,
গাও সবে গাও।
চলেছি জগত-পথে, পথ যে জানিনা ভাল,
দাও বলে দাও।
ভিতর জ্বলিয়া যাবে, বাহিরে তেমনি রব,
কি করিয়া হয়?
ইংরেজ রাজত্ব মত উপরে চাকচক্য-মাখা,
মাঝে শূন্য-ময়!
ওই মদিরার মত কোথা পাই শূন্য হাসি,
হাসিই কেবল? *
নাম হীন, অর্থ-হীন, স্বাদ-হীন, গন্ধ-হীন,
সুধু খল খল!
ওই তটিনীর মত দু-কূল উছলি যাই,
কেমনে সটানে?

* 'Then bring me wine,————————
I'll be that light, unmeaning thing
That smiles with all, and weeps with none.'

BYRON.

ধূলা, কুটা, মালা, দীপ, যা থাকে থাকুক বুকে ;
কিছু নাই জ্ঞানে !
ওই সমীরের মত কোথা পাই বিহ্বলতা,
পাই গো কেমনে ?
হাসিয়া ফুটায় ফুল, হাসিয়া-ই ছিঁড়ে ফুল,
যখন যা মনে !
রমণি রে ! তোর তরে তোমারি মতন হই
বল কি উপায়ে ?
ঠোঁটে হাসি, প্রেম-কথা, বুকে নাই কোন ব্যথা,
জ্বালা নাই ঘায়ে !
চলেছি জগত-পথে, চলেছি মৃত্যুর পথে,
ঢাল সুরা ঢাল !
প্রেম নয়, কাব্য নয়, রমণীর হৃদি নয়,
জ্বাল চিতা জ্বাল !

৬

স্মৃতির উন্মাদ-খেলা, জ্ঞানের বিকার-বন্যা,
কি বাঁধেতে বাঁধি ?
জগত-অরণ্য-মাঝে কি ফুলে ঢাকিতে পারে
এ ভাঙা সমাধি !

পরাণের দ্বিপ্রহরে, হৃদয়ের মরু-ভূমে
কোথায় তটিনী ?
হৃদয়ে চাপিয়া কর যেথা যাও—মরীচিকা
মৃত্যুর সঙ্গিনী !
প্রণয়ের পারাবারে জল-মগ্ন অভাগার
আশ্রয় কোথায় ?
দেখিছ আলোক-চূর্ণ* ও সুধু মৃত্যুর পথ,
ডাকিছে তোমায় !
সকলি মৃত্যুর পথ, আজ আর কাল মাত্র ;
তবে কেন খেদ ?
চিতায় হইবে দগ্ধ, রমণীতে অৰ্দ্ধ দগ্ধ,
এই মাত্র ভেদ।
ভালবাসা কুহেলিকা, ভালবাসা স্ফূর্ত্তি-খেলা,
অদৃষ্টের হাসি।

---

* 'হতভাগ্য জলমগ্ন জনে,
সৌরকর ক্রীড়াচ্ছলে, সলিলভিতরে,
শত শত ইন্দ্রচাপ, আলোক তরল
রাশি রাশি, নিরখিয়া, মুহূর্ত্তেক পরে
মৃত্যুমুখে দেখ বিশ্ব আঁধার কেবল।'

নবীন।

ভেঙে ভেঙে দাও মন, লও তার বিনিময়ে
শূন্য-পত্র-রাশি।
কোথায় আনন্দ-স্বপ্ন? কোথায় মত্ততা-মোহ?
সুধু অভিনয়!
সুখ নাই, স্মৃতি আছে; প্রেম নাই, ব্যথা আছে,
যা নাই তা দয়।
যা নাই তাহার তরে কেন বৃথা ব'হে মরি
জীবন আমার!
শমনের হাসি মত, উত্তর মেরুর মত
অনন্ত তুষার।

ভালবাসা।

১

ভালবাসা এ জগতে বড় ভাবনার।
ভালবাসা দেওয়া হেথা বড় যন্ত্রনার।
কাঁদিয়া মিলিতে ছুটে,
মাঝে পারবার উঠে!
হৃদয়ে চাপিয়া কর, কর হাহাকার!
ভালবাসা এ জগতে বড় ভাবনার!

২

বন-হরিণীর মত, কেন দিঠি তার
কি আছে খুঁজিতে চায়, পরাণে আমার?
যা লুকায়ে কাঁদি হায়!
বুঝি বা দেখিতে পায়।
ভালবাসা বিনা দোষ কিছু নাই যার,
এক দোষে, মাঝে বুঝি উঠে পরাবার!

চাঁদিনী-রাতে।

১

রহিয়া রহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
হেলিয়া দুলিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,
চাঁদের মুখানি দিতেছে ঢাকিয়া
ভাঙা ভাঙা মেঘ-গুলি।
—চাঁদের হাসিতে যত-টুকু ঝরে,
তার(ও) চেয়ে কিছু লুকান অন্তরে!
মেঘ-গুলি যেন, খেলা ক'রে ক'রে
দিতেছে সে-টুকু খুলি।

২

প্রফুল্ল গোলাপ আরো যেন ফুটে
মৃদুল মধুর সমীরণে লুটে।
ফুলে ভরা লতা, বলে কত কথা
মৃদুল মধুর দুলি।
উছলি উছলি তটিনী-আকুল
খুলে বলে কত পরাণের ভুল।
আরো যেন বায়ু চুমে আসে ফুল
ঢুলি ঢুলি ঢুলি ঢুলি।

৩

এ চাঁদিনী-রাতে ভোর(ও)লো রমণি!
ভাঙা ভাঙা কথা, বঙ্কিম চাহনি,
অচেনার ভাণ, মৃদু অভিমান,
চোখে ঢাকা হাসি-গুলি—
যে-টুকু লুকান, অথচ প্রাণের;
যে-টুকু শোভার, অথচ গানের;
বুঝা নাহি যায়, তবু মন চায়,
দিতেছে সে-টুকু খুলি!

হিরণ্ময়ী।

১

আছে কোন গ্রামে,   হিরণ্ময়ী নামে
একটি সরলা বিধবা বালা।
বয়স তাহার   প্রায় পঞ্চদশ ;
মুখেতে চোখেতে ভাবনা ঢালা।

২

হারায়েছে পতি   নবম বরষে,
বিবাহের প্রায় দু-মাস পরে ;
লোকে বলে তার   পতিটি আছিল
সেদেশে জানিত, রূপের তরে।

৩

বিবাহের কিছু   মনেই পড়ে না ;
সুধু,   মনে পড়ে, দূ—রে বাজিছে বাঁশী !
উঠানে উঠিছে   কল কল যেন ;
ছুটাছুটি করে সকলে হাসি !

৪

কখন, অলস মনেতে   ভাবিতে ভাবিতে
স্বপনের মত উঠে বা প্রাণে,—

চেয়ে আছে যেন দুটি টানা চোখ,
শ্রান্ত হ'য়ে তার চোখের পানে!

৫

কখন, ঘুমাতে ঘুমাতে চমকিয়া উঠে,
কে যেন ধ'রেছে হাতটি তার।
চারি-দিকে চায়, কেহ কোথা নাই,
বিছানায় প'ড়ে জোছানা-ভার।

৬

কখন, ভোরেতে সহসা শিহরিয়া উঠে,
কে যেন ঈষৎ চুমিল তায়!
চারি-দিকে চায় কেহ কোথা নাই,
পরিমল মেখে বহিছে বায়।

৭

সারাটা সকাল উদাস পরাণ,
কেমন, সকল কাযেতে যেন বা ভুল!
গাছের তলায় কি ভেবে দাঁড়ায়,
তুলিতে আসিয়া পূজার ফুল!

৮

কেমন, সারাটা দুপুর কেটেও কাটে না,
বসিয়া বসিয়া নদীর তীরে।

উড়ে যায় চিল ; ভেসে যায় মেঘ ;
ডিঙি বেয়ে গেয়ে জেলেরা ফিরে।

৯

কেমন, সাঁঝের সময় গাঁথিতে কুসুম,
চোখে আসে জল, কি ভেবে সারা !
বার বার চায় আকাশের পানে,
উঠিয়াছে কি না সাঁঝের তারা !

১০

যেন, জোছানা-রাতেতে একেলা একেলা !
অথচ জানে না, কি যেন চায় !
এমন রাতেতে ফুলের সাজনে
সাজান হ'ল না বুঝিবা কায় !

১১

আঁধার নিশীথে তরু-তলে প'ড়ে,
পড়ে না পলক আকাশে চায়।
বহিলে বায়ুটি, কাঁপিলে পাতাটি,
চমকিয়া উঠে, কে যেন বায় !

১২

বসন্তে কেমন ভেঙে পড়ে বুক,
চোখে জল যেন উছলি আসে !

সমীর আকুল ; পাখীরা ব্যাকুল ;
ফুলে ফুলে কেন এতেক হাসে ?

১৩

বরষায় যেন চোখে ফুটে কালি,
অবসন্ন হৃদি, অবশ কায় !
ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝরিতেছে মেঘ,
জগত আঁধার, স্তম্ভিত বায় ।

১৪

কোথা তুমি সখা ! ঘোরা-ঘোরা ছায়া !
ধর—ধর—তার হাতটি, আহা !
নয়ন চুমিয়া দাও—ব'লে দাও,
এখনো, আপনি বালিকা বুঝেনি যাহা ।

মাতৃ-হারা কন্যার মৃত্যু-কালে ।

বৃন্ত-চ্যুত হ'য়ে ফুল, উত্তপ্ত পাষাণে পড়ি,
র'বি আর ক-দিন বাঁচিয়া ?
যাহার সাধেতে তুমি ফুটিয়া উঠিয়াছিলে,
সে যখন গিয়াছে চলিয়া,—
রাখি তোরে কি ক'রে ধরিয়া !

মিষ্ট-হাসিটির যার প্রতিবিম্ব হ'য়েছিলে,
যা তার অধরে ঘুমা গিয়া।
যেখানে ভরসা আশা, পাঠায়ে দিয়েছি সব
হৃদয় বাঁধিয়া ;
যে গৃহ আমার তরে গড়িতেছি কোন্ রাজ্যে,
জগতের সুখ সাধ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ;
মরু-ভূমে তবে তু[illegible] যে ক্ষুদ্র [illegible]তাটি ছিলে
ছায়া বি[illegible] ;
—ঘুমা সেথা গিয়া।

প্রেম-উপহার।

১

এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার।
ভালবাসা—ভালবাসা
এত উচ্চ নাই আশা ;
এত উচ্চ-পানে আঁখি ফিরালে আমার,
ঘুরে যেন পড়ে মাথা না পাইয়া পার!
এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার।

২

বলিও না এ হৃদয় প্রেম-উপহার।
ও কথা শুনিলে পরে
পরাণ কেমন করে!
মনে পড়ে মহা-সিন্ধু, হিমাদ্রির ধার!
অনন্ত প্রকাণ্ড এক দুজ্ঞেয় ব্যাপার!

৩

বলিও না এ হৃদয় প্রেম-উপহার।
দান প্রতিদান মত,
প্রেমে আছে লীলা কত!
সুখ, দুখ, হাসি, অশ্রু, ব্যথা, হাহাকার,
আনন্দ, যন্ত্রণা, মোহ, মত্ততা, বিকার।

৪

এ হৃদয় নহে, দেবি, প্রেম-উপহার।
বন-পথে যেতে যেতে,
প্রভাত-সমীরে মেতে,
না জেনে গিয়েছে উবে, সৌরভে কাহার,—
যত্নে রেখেছিনু ঢেকে যে-টুকু আমার!
তুলিতে তুলিতে ফুলে,
কি তুমি তুলেছ ভুলে!

না জেনে প'রেছ গলে প্রেম-ফুল-হার !
এসুধু, হারান কুড়ান দুটি ভুল দুজনার !

৫

দিও না ফিরায়ে তবে ভুলটি আমার।
আপনি গিয়াছে যাহা,
কি হবে লইয়া তাহা ?
একবার গেছে যবে, যাবে আরবার !
শুধু, দিতে নিতে হাতে হাতে
কলঙ্ক লাগিবে তাতে !
নয়, ভেঙে যাবে হাতে হাতে মনটি আমার।
তবে, সরলতা দেখাইতে
এসোনা ফিরায়ে দিতে !
ভেঙোনা সরল মন, স্বতঃ-উপহার।
শফথ তোমার।

কাঁদিতে পার গো যদি।

১

কাঁদিতে পার গো যদি চিরকাল, নিতি নিতি,
এস তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি।
মিলনে নাহিক সাধ,
সে কেবল অপবাদ ;
রব মোরা দূরে দূরে, রবে সুধু সুখ-স্মৃতি।

২

মিলনের লাগি মন কাঁদিবে আকাশে চাই,
বুঝাইব দীর্ঘ-শ্বাসে জগতে মিলন নাই।
এ যে গো মাটির ধরা,
নর-নারী স্বার্থে ভরা ;
এ নহে নন্দন বন, হেথা আছে লোক-ভীতি।

৩

চোখে উছলিবে জল, মুখে ফুটিবে না কথা,
অন্তরে পিপাসা আশা, সম্মুখে সংসার-ব্যথা।
কাছে আছ, তবু নাই!
আরো চাই—আরো চাই।
নিয়েছ দিয়েছ সব, তবুও অভাব-গীতি।

৪

মিলন—মিলন ছার, সে ধরার গোলযোগ ;
পিরীতি নীরব দাহ, পিরীতি অশ্রুর ভোগ !
মিলনে রহেনা প্রেম,
জলে জল-বিম্ব যেন !
কলঙ্কের ডালি দিয়ে পলাবে হেসে, অতিথি !
এ নহে প্রেমিক-রীতি !

৫

কাঁদিতে পার গো যদি চিরকাল, নিতি নিতি,
এস তবে এস, সখা, দুজনে করি পিরীতি।

সমাজ-পীড়নে।

১

সমাজ-পীড়নে যদি
বহে তব অশ্রু-নদী,—
কাঁদিও না, প্রিয়ে !
রাখ বুকে মাথা তুমি,
আঁখি তব চুমি চুমি
দেই গো মুছিয়ে।
কাঁদিও না, প্রিয়ে !

২

ভাবী-বিরহের ভয়ে
যদি তব অশ্রু বহে,
কাঁদ' তবে কাঁদ' !
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধি,
তুমি কাঁদ', আমি কাঁদি,—
বাঁধ' আরো বাঁধ' !
কাঁদি আরো কাঁদ' !

কুহকিনী।

" There's nothing in this world can make me joy ;
Life is as tedious as a twice-told tale,
Vexing the dull ear of a drowsy man.
A bitter shame hath spoilt the sweet world's taste,
That it yields nought but shame and bitterness."

Shakspeare.

১

এখনো ভুলিনি তোরে, ওরে কুহকিনি, হায় !
জনকের ভগ্ন-আশে, জননীর হা-হুতাশে,
সমাজে, কলঙ্ক-শ্বাসে, মুখ তুলে চাওয়া দায় !
—পরাণ লুকায়ে কাঁদে, তবু তোর সঙ্গ চায় !

২

কেমন অবোধ মন, কিছুতে মিটে না আশ !
পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, নীতি, সুখ, দুখ, মোহ, প্রীতি
বুঝিল ; পড়িল কত দরশন, উপন্যাস।
—তোর কথা মনে হ'লে তবু পড়ে দীর্ঘ-শ্বাস !

৩

ঘুরিলাম কত দেশে উদ্ভ্রান্ত সন্ন্যাসী মত !
বঙ্গ-সিন্ধু স্তব্ধ রাতে, হিমালয় বর্ষা-প্রান্তে,
ভগ্ন দুর্গ, মৃত রাজ্য, গভীর অরণ্য কত
দেখিলাম,—কাঁদিলাম,ঘুচিলনা স্মৃতি-ক্ষত !

৪

নদ, নদী, খাল, বিল, মাঠ, ক্ষেত, উপবন,
কৃষকের ভগ্ন কুঁড়ে, মন্দির আকাশ-ফুঁড়ে,
লতা-কুঞ্জ, পুষ্প-পুঞ্জ, পশু পক্ষী অগণন
দেখিলাম,—কাঁদিলাম, ঘুচিলনা সে স্বপন !

৫

অভিমানে, অপমানে বসিয়া শ্মশান-ঠাঁই,
ভাবিয়া, প্রাণে কি ফল ? পিয়িলাম হলাহল ;
কেমন বিধির খেলা, একেবারে মৃত্যু নাই ;—
মরিতেছি পলে পলে, পলে পলে মৃত্যু চাই' ।

৬

কোথা পিতা, মাতা, দারা, স্নেহের বন্ধনী আজ !
কোথায় সে উচ্চ শিক্ষা, আত্ম-অভিমান, দীক্ষা,
উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কঠোর সংসার-কাজ ?
ভগ্ন তরী মত কেন ভাসিতেছি ধরা-মাঝ !

৭

যৌবনে মুমূর্ষু-প্রায়, কুহকিনি, কার তরে ?
যেথা ছিল কল্প-তরু, সেথায় মধ্যাহ্ন-মরু !
তৃষায় ফাটিছে প্রাণ, নিরাশ্বাস হুহু করে !
কার তরে ছুটেছিনু, যেথা না মানব চরে ?

৮

হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, যৌবনের মত্ততায়,
না দেখে, না শুনে কিছু, না ভাবিয়া আগু-পিছু
কার প্রেমে মজিলাম, এত পূজিলাম কায় ?
স্বার্থ-পরা, আত্ম-সুখী, নিঠুরা, কপটী, হায় !

৯

হায় ! কি মোহের ভুলে গভীর কলঙ্ক-রেখা,
সমাজের অভিশাপ, গ্লানি, নিন্দা, শোক, তাপ,
অনুশোচনার জ্বালা হইল জীবনে লেখা !
না জানি, পর-জন্মে কি দহিবে এ অগ্নি-শিখা ?

১০

আয়রে সংসার আয়, কোলে তুলে নেরে মোরে!
মা, তোর অবোধ ছেলে কি কাজ ক'রেছে ফেলে!
বুলায়ে দে বুকে হাত, চেয়ে থাকি প্রাণ ভ'রে।
মরি যেন—শেষ সাধ—তোরি স্নেহ-কোলে প'ড়ে!

১১

থাক্ সুখে, কুহকিনি, শুনেছি আছিস্ সুখে।
তোর সুখে সুখ পেতে নাহি যেন উঠি মেতে,
যে ক-দিন বেঁচে আছি যা সয়েছি—থাকে বুকে!
পুন যেন আত্ম-ঘাতী নাহি হই ওই চুকে!

১

হৃদয়, কঠিন হও! চাহিব না কারো পানে।
প্রাণের স্বপন যাহা, প্রাণেই চাপিব তাহা;
প্রাণের লুকান গান লুকান থাকুক্ প্রাণে।
—বুঝিয়াছি, শিখিয়াছি, ঠেকিয়াছি প্রেম-দানে!

১৩

কি খুঁজিতে গিয়াছিনু কবির উদ্দাম আশে!
আমি ত যাইব চলি, শোকে তাপে দুখে জ্বলি!
কলঙ্ক-উপমা কিন্তু রব হায় দীপ্ত-ভাসে,
জীবনের চির-কাব্যে, যৌবনের ইতিহাসে!

মাধুরী।

রজনী চতুর্থ যাম; মাধুরী নিদ্রিত
ভূমিতলে পৃষ্ঠ পাতি। প'ড়েছে ঘুমায়ে
কি মন্ত্র যেন গো এ-ই জপিতে জপিতে!
চারিদিকে ফুল-রাশি, ভূমি ফুলে ঢাকা।
কটি-তটে নীল বাস কাঁপিছে সমীরে।
পশ্চিমে অরধ চাঁদ, বিভোর হইয়া
চেয়ে আছে মুখে পানে, তৃষিত নয়নে,
দেখিতেছে শেষ দেখা, বিদায়ের দেখা।
প্রফুল্ল অধর-বিম্বে হাসির রেখাটি,
ঘুমাই ঘুমাই ক'রে জেগে আছে যেন!
আকর্ণ অলস আঁখি অর্দ্ধ নিমীলিত,
ঘোরা-ঘোরা জ্যোস্না-রাতে পদ্ম দুটি যেন!
আঁখি-কোলে বিন্দু-অশ্রু, চায় না ঝরিতে!
মিলনের বুকে যেন বিরহের ব্যথা,
ঝরিবে—ঝরিবে—কিন্তু, চায় না ঝরিতে!
পড়িছে সুধীরে শ্বাস, প্রাণের কি কথা!
দুটি কেশ-গুচ্ছ, বুকে লুটায়ে প'ড়েছে।
কল্প-লতিকার যেন দুটি নম্র শাখা,
জ্যোস্নার উরসে এসে আশ্রয় খুঁজিছে!

পূরবের গবাক্ষটি খুলিতেছে উষা,
উছলি পড়িছে মেঘে আধ-ফুটো হাসি।
কাঁপিছে শ্যামল রেখা সুদূর বনের।
নদী-তীরে তরু-কুঞ্জে ডাকিছে পাপিয়া।
বালিকা দেখিছে স্বপ্ন ; কাঁপিছে অধর।
আকুল জোছনা-মাখা তরল জলদে,
—উষার রক্তিম রেখা লুটে ধারে ধারে,—
বসিয়া যুবক এক। কোলে দেব-বীণা ;
দৃষ্টে শুক-তারা জ্বলে ; কেশে তারা-চূর্ণ,
গলে পারিজাত-মালা ; দেহে পীত ধড়া ;
—প্রেমের পাণ্ডুর বর্ণে মাখা মুখ-প্রভা।
বায়ু-স্পর্শে মেঘ-তরী শিহরে ঈষৎ ;
চমকে বিজলী-ক্ষীণ চরণ-কমলে।
শিহরিছে স্বপ্নে বালা ; যেন সে মূর্ত্তিটি
মেঘের সোপান দিয়ে, ক্রমে ক্রমে ক্রমে—
জ্যোস্নাময়, সুরময়, ধীর পদ-ক্ষেপে
এসেছে নামিয়া পার্শ্বে। কর-যুগ তার
প্রাণান্ত-আগ্রহে, যত্নে, ধরি কর-যুগে,
প্রাণের মধুর জ্বালা জানাইতে চায়!
—রুদ্ধ কণ্ঠে, ভাঙ্গা স্বরে সুধা-সিন্ধু বহে।

একেকটি শবদের সুচির উপরে
হৃদয়-ব্রহ্মাণ্ড যেন র'য়েছে স্থাপিত !
"লো পবিত্র তীর্থ তুমি ! আমি তীর্থ-যাত্রী,
কত দিন-রাত, ভিজি রৌদ্রে হিমে জলে,
বিশ্রাম-স্বপন-হীন, ক্ষুধা তৃষ্ণাকুল,
পৌঁছিয়াছি দ্বারে তব, বড় ক্লান্ত হ'য়ে !
উন্মীল মদির নেত্র !—তবে বুঝি, আর
জানান হ'লোনা কিছু !—মরি তব দ্বারে !
উন্মত্ত দুরাশা-ঝড়ে গেল—গেল প্রাণ !
কখন ফুটেছে উষা—কি ইচ্ছা তোমার !
প্রেমময়ী, স্বপ্নময়ী, কবির কল্পনা,
দেবতার দোষ-হীন, সরল ছলনা,
অতীত সুখের রেখা, ভবিষ্যৎ আশা,
বসন্তের স্নিগ্ধ শোভা, শরতের সন্ধ্যা,
উষার সলাজ হাসি, সাগরে জোছনা,
প্রতি ক্ষুদ্র সাধ তব হউক সম্পূর্ণ !
—এই মোর শেষ অশ্রু, শেষ পূজা তবে !"
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে ; জেগেছে বালিকা।
বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম-মুক্তা ছড়ান শরীরে !
কাঁদিতে যাহার দুখে উঠেছে জাগিয়া,

আঁখি-কোলে অশ্রু দোলে, সে কোথা এখন।
এক সুরে বাঁধা সব এ যন্ত্র-আগারে,
একটিরে স্পর্শ করি, অঙ্গুলি-কোমলে,
কোথায় পলায়ে গেল! সব যন্ত্র কাঁপে!
এলোমেলো হৃদয়ের গিরি-জনতায়,
কি ভৈরবী-সুরে তুমি বাজালে বাঁশরী!
দুরন্ত দৃষ্টিটি দিয়ে, মন প্রাণ নিয়ে
নিজেরে, ধরারে তুমি করিলে অচেনা!
প্রাণ কাঁদে,—আঁখি মুদে, দেখি ব'সে দূরে
কি ছিলাম—কি হ'য়েছি একটি স্বপনে!

অন্ধকার ছাড়া ছাড়া; প্রভাত-সমীর,
ফুলেদের কাণে কাণে কি গান গাহিছে,
নিশবদে দল-গুলি উঠিছে ফুটিয়া;
ফুলে ভরা তরু-লতা উঠিছে শিহরি,
পড়িছে শিশির-কণা ঝরি তরু মূলে।
মধুকর মধুকরী, প্রণয়ের স্তোত্র,
জুটিছে গুন্গুনু করি, ফুলের ছায়ায়।
হরিণী মেলিছে আঁখি; ডাকিছে কোকিল;
উজানে বহিছে নদী। উঠিছে তপন
নদীর হৃদয় হ'তে, ধীরে, স্নান করি,—

আলুলিত কেশ-জাল ছড়ান মেঘেতে!
কুমারীরা চলিয়াছে কুসুম তুলিতে,
পদ-শব্দ শুনা যায় দূর বন-পথে!
মাধুরী, আকাশ পানে অন্যমনে চাহি,
না জেনে বলিল ফেলে, কি একটা,—"কবি!"

অদৃষ্ট বালিকা।*

হৃদয় উদাস কেন?

হৃদয় উদাস কেন, কি দুখে উদাসী রে?
চারিদিকে ফুটে ফুল, কেন নাহি হাসি রে?
সুখ-হারা, সাধ-হারা,
কেমন বিষণ্ণ পারা!
নিদাঘে কুসুম মত, কি জল-পিপাসী রে?
বহিছে প্রভাত-বায়,
ঢুলে পড়ে পায় পায়,
কি যেন হ'ল না হায় তোর রে!—

* জ্যেষ্ঠ কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, ইহাঁকে অদৃষ্ট-দেবী বলেন। ইংরেজিতে Invisible girl বলে।

মনে হয় তরু-তলে
প'ড়ে থাকি স্বপ্নছলে ;
ছাড়া ছাড়া কথা, ব্যথা, যাক্ ভাসি ভাসি রে।
একি হৃদি-রোগ বুকে,
বোধ নাই সুখে দুখে !
একি আশা তৃষা হারা ; একি প্রেম—ঘোর রে !
ফুটে উষা ঘুম-ভাঙা,
কাহার কপোল রাঙা—
কারে মনে পড়ে পড়ে, কার প্রেম-রাশি রে !
চাহিতে জগত-পানে
কি অভাব বাজে প্রাণে !
চোখে জল আসে আসে, খ'সে পড়ে বাঁশী রে।
হৃদয় উদাস কেন, কি দুখে উদাসী রে !

২

বর্ষা-রজনী।

১

দ্বিপ্রহরা, ঘোরা বরষা-রজনী ;
চারিদিকে ঘেরা আঁধার-কারা।
হেথায়—হোথায়— আছাড়ে বিজলী ;
ছুটিছে অশনি উদ্দেশ্য-হারা।

২

ধরণী মূর্চ্ছিত ; প্রকৃতি স্তম্ভিত ,
হুহুহু হুহুহু ঝটিকা ধায়।
হুড় হুড় হুড় ঝরিছে জলদ,
সবি বুঝি হয় বিচূর্ণ, যায় !

৩

জীর্ণ অট্টালিকা কেঁপে কেঁপে উঠে ;
উছলি তটিনী ভাঙ্গিছে তট।
সোঁ—সোঁ—সোঁ— পড়ে বা সমূলে
প্রাচীর সহিত নিবিড় বট।

৪

—হৃদয় উদাস, পড়ে দীর্ঘ-শ্বাস,
চোখে আসে জল কাহার তরে ?
কি জানি, কে যেন ভাবিছে আমারে !
আমারে চাহিয়া নয়ন ঝরে !

৫

কোমল হৃদয় কাঁপে দুরু দুরু ;
মলিন কপোল, অধর-দুটি ;
মেঘ-পানে চেয়ে নিস্পন্দ নয়ন !
হেথা-হোথা বজ্র পড়েছে ছুটি।

৭

—বাসনা-তিয়াস, কল্পনা-উচ্ছ্বাস,
পরাণ ব্যাকুল বুঝাতে তায়!
নীরবে, নির্জ্জনে, জলদ-আঁধারে,
একেলা একেলা থাকা না যায়!

৮

যাই একবার কাছেতে তাহার,
কেউ কোথা তার নাহিক, হায়!
গর্জ্জিছে অশনি; ছুটিছে তটিনী;
—সে মোর একটি চুম্বন চায়!

৩

আজি নিশি জ্যোস্নামযী।

১

আজি নিশি জ্যোস্নাময়ী, সৌরভে আকুল বায়।
ঢুলে ঢুলে স্রোতস্বিনী কূলে কূলে ব'হে যায়।
চোখে আসে ঘুম-ঘোর, মন কি ভাবিতে চায়!
আধেক গেঁথেছি মালা, আর নাহি গাঁথা যায়।
সমীরণে ভেসে ভেসে সুদূর অপ্সরা-গান,
অলস স্বপ্নের মত, যেন ছাইতেছে প্রাণ।

এই শ্রান্তির পারে, এই স্বপনের শেষে,
কে যেন আমার আছে জীবন্ত কল্পনা-বেশে!
উড়ে কেশ বায়ু-ভরে, ঢল ঢল দু-নয়ান,
বুকেতে উছলে প্রেম,—তবু করে অভিমান!

২

কোথা তুমি—কোথা তুমি—প্রাণের অদৃষ্ট ছায়া!
স্বপ্নময়ী, স্মৃতিময়ী, গীতিময়ী সেই কায়া!
নন্দনে, মন্দার-কুঞ্জে, মন্দাকিনী-তীরে বসি,
অন্যমনে দেখিছ কি নীল নভে পূর্ণ শশী?
কোলে প'ড়ে পারিজাত, করেতে কুসুম-ডোর,
দূরেতে বিরহ-গান, মন আছে হ'য়ে ভোর!
না-জানি আসিছে অশ্রু, না-জানি কি ভাবি প্রাণে,
জ্যোস্নামগ্নী দৃষ্টে বুঝি, চেয়ে আছ ধরা-পানে!
কারে কি বলিতে সাধ, যেন গিয়াছিলে ভুলে!
জ্যোস্নায়, সৌরভে, গানে, স্মৃতি তার খুলে খুলে!

৩

পৃথিবীর আলিঙ্গনে পীড়িতা কল্পনা মোর,
কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হ'য়ে, মূর্চ্ছায়, স্বপনে ভোর,
মেঘেদের বাঁকা-চোরা পথ যেন দিয়ে দিয়ে,
অবশেষে পৌঁছিয়াছে, মন্দাকিনী-তীরে গিয়ে!

দূর হ'তে দেখিতেছে, সুধু সে দৃষ্টিটি তব !
পলকে পলকে ফুটে কত সুর নব নব !
জান আর নাহি জান,—তোমার দৃষ্টিটি, হায়,
সাগরে মগন-মুখী সরলা অবলা-প্রায়,
ধ'রেছে জড়ায়ে যত্নে কল্পনার গলা মোর !
জান আর নাহি জান,—প্রাণে প্রাণে প্রেম-ডোর !

৪

—দাঁড়াও অভেদ-আত্মা ! পরলোক-বেলাভূমে,
বাড়'য়ে দক্ষিণ-কর মৃত্যু-কুহেলিকা-ধূমে !
তোমাতে মিলিয়া যাই, দেখ তুমি চেয়ে চেয়ে,
সৌন্দর্য্যে মিলিয়া যায় কবিত্ব কেমন, ধেয়ে !
শিখেছি তোমার চোখে সৌন্দর্য্যের মৃত্যু নেই,
বুঝিয়াছি এ ব্রহ্মাণ্ডে মত্ত ব্রহ্মানন্দ সে-ই !
নক্ষত্রে নক্ষত্রে, দেবি, হাহা ক'রে তোমা তরে,
ছুটিতে না হয় যেন আবার জনম-পরে।
এই মৃত্যু, শেষ মৃত্যু—হ'লো কি দেবতা মোর ?
ধর ধর গীত-উৎস, ছিঁড়েছি জগত-ডোর !

বৈতরণী-তীরে।

এই বৈতরণী-তীরে পাতিয়া অস্থি-র শয্যা,
ব'সে আছি কাহার আশয়?
এ পাণ্ডুর দেহ-ভার, দৃঢ় আলিঙ্গনে কার,
হইবে নিশীথ ছায়াময়!
ব'সে আছি কাহার আশয়?

২

অন্ধকার শিরোপরে দুলিছে, কাঁপিছে ঘন!
হেথা নাই বিদ্যুৎ, সমীর।
দিগন্তে প্রলয়-মেঘ; অশনি গরজে দূরে;
বৈতরণী কল্লোলে গভীর।

৩

—জপিতে পারিনা আর প্রণয়ের জপ-মালা!
মুখেতে ফুটেনা আর গীত!
কাছে কাছে ঘেঁসে ব'সে শকুনি, গৃধিনী, পেঁচা;
পাখ-শাটে বায়ু আন্দোলিত।

৪

কণ্টক-মুকুট মাথে; করে ভাঙ্গা মৃৎ-পাত্রে,
তীব্র বিষ উঠিছে ফুটিয়া!

শিবাদের কোলাহল, কুক্কুরের গরজন,
চারিদিকে কাঁপিছে ছুটিয়া।

৫

তপ্ত চোখে চোখ দিয়ে, তরঙ্গিত বুক চিরে,
কে দেখিবে—কি সহি যন্ত্রনা ?
তরুতল-ছায়া হ'তে কে তোরা উঠিস্ হেসে ?
তোরা কি বুঝিবি, ওরে পিশাচী-ললনা !

অবশিষ্ট।

১

ধীরে ধীরে, নেমে নেমে, থামিয়া গিয়েছে গান ;
বুকে ঘোরে পথ-হারা এখনো একটু তান !
কবিতা গিয়েছি ভুলে,
দুটো ছত্র মনে দুলে !
মুছিয়া ফেলেছি অশ্রু , এখনো আকুল আঁখি !
অজানা-নিশ্বাস পড়ে, শূন্যে চাই থাকি থাকি !
শুকায়েছে ফুল-হার ,
একটু সুবাস তার,
থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে এখনো উঠিছে বায়ে !

—যে যাহার গেছে চ'লে,
আমি প'ড়ে তরু-তলে !
নিবিয়া গিয়াছে জ্যোস্না, আমি আঁধারের ছায়ে

২

ডুবিলে পশ্চিমে রবি, মেঘেতে সাঁঝের বেলা,
দুটো শেষ-রশ্মি-রেখা খেলে ত মরণ-খেলা।
আকাশে,চন্দ্রমা-হারা,
প'ড়ে থাকে শুক্র-তারা।
বিজলী চলিয়া যায়, কাঁদে মেঘ ঝরি ঝরি !
বসন্ত চলিয়া যায়, থাকে শুষ্ক পাতা পড়ি !
স্বপন চলিয়া যায়,
তন্দ্রা করে হায় হায় !
—ভালবাসা চ'লে গেছে, প'ড়ে আছে সুখ-স্মৃতি
দুখ-অশ্রুজলে ঢাকা, কল্পনা-কবিতাকৃতি !

সম্পূর্ণ।

UTTARPARA JAIKRISHNA PUBLIC LIBRARY
উত্তরপাড়া সাধারণপুস্তকালয়
সন ১২৯৭

প্রদীপ-সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের অভিমত।

" ... Of great merit, ...of a singularly graceful and elegant character." *Indian Nation.*

" . . Babu Burral may with practice do something good in the poetical line." *Reis & Rayet.*

" .... Though belonging to Babu Rabindra Nath's School, he is not a lavish imitator of that poet. He has a clearly expressed individuality. We have liked some of his pieces immensely. They are deep, sweet and clear." *Calcutta Review.* শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু।

"এক শ্রেণীর গীতি-কবিতা আছে, যাহা জাতীয় কবিতা বলিয়া কোন দেশেই গৃহীত হইতে পারে না। এই সকল কবিতায় আত্মার তত্ত্বই প্রকাশিত হয়, নির্দ্দিষ্ট জাতির কোন জীবন কীর্ত্তিত হয় না; ইউরোপে সেলী, কীটস্, ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভৃতি এই শ্রেণীর কবি। বাঙ্গলায় আমরা অধুনা এই শ্রেণীর কবিতার অভ্যুদয় দেখিতেছি। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ দলে অগ্রনী। অক্ষয় বাবুও সেই শ্রেণীর গীতি কবিতায় প্রদীপ লিখিয়াছেন। এক শ্রেণীর লেখক বলিয়া অনেকে অক্ষয় বাবুকে রবীন্দ্র বাবুর শিষ্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। প্রদীপে 'রজনীর মৃত্যু,' 'পুনর্ম্মিলনে,' 'নিশীথ গীত' প্রভৃতি পড়িয়া আমরা অক্ষয় বাবুকে শত শত ধন্যবাদ দিয়াছি। তাঁহার কবিত্বময় স্বাধীন লেখনী অনেক মধুর কবিতার ভবিষ্যত জননী হইবে, এমন আশা করি।" নব্য-ভারত।

"ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনেকগুলি কবিতা আছে। সকল গুলিই সরস ও সুললিত হইয়াছে। বামাবোধিনী।

"আমরা যত দূর শুনিতে পাই, আর যত দূর জানিতে পারি, তাহাতে ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে, এই হতভাগা বাঙ্গালির একটী বিষয়ে বিলক্ষণ গৌরব করিবার আছে। করুণ প্রীতি রসের গীতিকাব্যে, বোধ হয় বাঙ্গালি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। জয়দেব বিদ্যাপতি হইতে হরু ঠাকুর রাম বসু পর্য্যন্ত বাঙ্গালার

একতান ছিল। এখনও সে তান থামে নাই। মধুসূদন বা হেমচন্দ্র অন্য তানে যতই কেন আলাপচারি করুন না, তবু বাঙ্গালির চির প্রচলিত তান ভুলিতে পারেন নাই। অলব্ধ নামা অনেক কবিই এই তানে আপনারা মোহিত হইয়া আছেন এবং বঙ্গবাসীকে মোহিত করিয়াছেন। এই সকল কবিতা আবেশময়, মধুরতাময়, কোমল প্রাণে কোমল ধ্বনি করে; এবং কোমল হৃদয় বাঙ্গালিকে মোহিত করে, মাতাইতে পারে না।

আমরা প্রদীপের শেষ কবিতাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলাম; ইহাতেই গ্রন্থকারের বিশদ ভাষা, সরল গাঁথনি, মনের আবেগ এবং অন্তরের ইচ্ছা পাঠক সমীপে প্রকাশিত হইবে।"

সাধারণী। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

"...অক্ষয় বাবুর সমস্ত কবিতাই গম্ভীর ভাবে পরিপূর্ণ, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে কবির গাঢ় ভাবুকতা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যের রুচি ভিন্ন ভিন্ন সত্য, কিন্তু এ কাব্যখানি পাঠ করিয়া সকলেই সুখী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।" সোমপ্রকাশ। শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

"কবিতাগুলির অনেকস্থলে বেশ ভাব আছে।" (সরল উদ্ধৃত)

এডুকেশন গেজেট।

"—ভাষা যথেষ্ট সরল, ভাব ও অনেকস্থানে বেশ হৃদয় গ্রাহী। ...অক্ষয় বাবুর কল্পনায় কবিত্ব আছে। 'প্রেম-গীতি' কবিতাটী হইতে দুটী স্থান উদ্ধৃত করিলাম।" বঙ্গবাসী।

"...অক্ষয় বাবুর কবিতা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রদীপে প্রকৃত কবিত্ব আছে—অক্ষয় বাবু কালে একজন প্রকৃত যশস্বী কবি হইবেন, প্রদীপে আমরা তাহার স্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছি।" সঞ্জীবনী।

"পুস্তকখানি উত্তম হইয়াছে। রচনা-চাতুর্য্য বিলক্ষণ আছে। অনেক নূতন ভাবের সন্নিবেশ দেখিলাম।" সময়।